ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৩৮
আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি দূর করতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

মহিলাদের প্রতি অত্যাচার ও অপুষ্টিরোধে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, সুস্থ মা ও শিশুর মাধ্যমেই কোন রাজ্য বা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়। তাই মা ও শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ জিরানীয়া মহকুমার মোহনপুর কমিউনিটি হলে মেগা পোষণ উৎসবের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান। পোষণ অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৭-১৮ সাল থেকে তিন বছরের সময়সীমার মধ্যে শূণ্য থেকে ছয় বছর বয়সী শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টিগত মান উন্নয়ন করা। ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স-এর অধীনে ২০১৮ সালের মার্চে পোষণ অভিযান প্রকল্পের সূচনা হয়।

প্রদীপ জ্বেলে পোষণ উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এক মাসব্যাপী সারা দেশে এই পোষণ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য দেশ থেকে শিশু ও মায়ের অপুষ্টি দূর করা। আমাদের রাজ্যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিশুদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতার হার ৪৮.৩ শতাংশ, ওজনগত বৃদ্ধি হ্রাস ২৪.৩ শতাংশ এবং দুর্বল মা ও শিশুর হার ১৬.৮ শতাংশ রয়েছে। অথচ এই তিনটির জাতীয় গড় হলো যথাক্রমে ৫৮.৪ শতাংশ, ৩৮.৪ শতাংশ ও ২১ শতাংশ। এই তিনটিতেই জাতীয় গড়ের চাইতে ত্রিপুরা ভাল অবস্থায় রয়েছে। এটা ভাল দিক। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিবছর এই তিনটি সূচকের হার ২ শতাংশ করে হ্রাস করার। আমরা চাই আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যকে অপুষ্টিহীন রাজ্যে পরিণত করতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মায়ের রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি দূর করতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা শিক্ষার মূল ভিত্তি হলেন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীগণ। এক মাসব্যাপী এই অভিযানে কেন্দ্র ও রাজ্য একযোগে কাজ করবে। আর্থিক সহায়তা করবে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রমাণ করে মহিলাদের শাসন ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসনে এনেছে। মহিলাদের অপমান করে কেউ জয়ী হতে পারেনি। পতন অনিবার্য। এক্ষেত্রে তিনি রাবনের সীতা হরণ ও মহাভারতের দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, পান্ডবদের কাছে কৌরবদের হারতে হয়েছিল। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে মহিলা নির্যাতন ৬ শতাংশ, ধর্ষণ ৫ শতাংশ ও পণপ্রথা ৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিয়োগে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পথ অনুসরণ করে আমরাও বিধানসভায় নারী প্রতিনিধি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি।

****২য় পাতায়

এ প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ও নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানীর মত নারী শক্তির বিশেষ গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১০০ জনের মধ্যে ৭২ শতাংশ মহিলা রয়েছেন। আমরা চাই ১০০ শতাংশ দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য ও ১০০ শতাংশ অপুষ্টিমুক্ত রাজ্য। এই লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, রাজ্যে ০-৫ বছর বয়সের প্রায় ৩.৫ লক্ষ শিশু ও ৭০ হাজার গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে পোষণ অভিযান প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমরা আপনাদের নিয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও মডেল ত্রিপুরা গড়ব। সম্মানিত অতিথির ভাষণে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০২২ সালের মধ্যে ভারত থেকে অপুষ্টি দূর করার প্রয়াস নিয়েছেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. সন্দীপ এন মহাত্মে। স্বাগত ভাষণে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্য মূর্তি জানান, এই অভিযানকে স্বার্থক রূপ দিতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান, গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা এই পাঁচটি দপ্তর একসাথে কাজ করছে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী গৌরব দাস। অনুষ্ঠানে বহু সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ঘুঞ্চা সনোবর।

এদিকে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে স্বল্প দামের বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া স্বাদভক্ষণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পতাকা নেড়ে পোষণ ভ্যান ও পোষণ র‍্যালীর সূচনা করেন।

*****